কেন্দ্র সচিবের দায়িত্ব অবহেলায় পাস করেনি ৭৩ পরীক্ষার্থী

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
১৪ জুলাই ২০২৫, ১২:০০ এএম

শ্রীপুরে এসএসসি পরীক্ষায় ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর বোর্ডে জমা না দেওয়ায় ৭৩ পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনা ঘটেছে শ্রীপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্র। পাঁচটি স্কুলের ৭৩ পরীক্ষার্থী কারিগরি বোর্ডের অ্যাপারেল ম্যানুফেকচারিং বেসিক-২ বিষয়ের। গতকাল রবিবার সকাল থেকে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা শ্রীপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে অবস্থান করছে।

জানায়, ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার কারিগরি বোর্ডের ভোকেশনাল শাখার পরীক্ষা শ্রীপুর পাইলট উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় অ্যাপারেল ম্যানুফেকচারিং বেসিক-২ বিষয়ে ৭৩ জন পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়।

এদের মধ্যে শ্রীপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ২২ জন, জৈনাবাজার আদর্শ কারিগরি স্কুলের ১২, পেলাইদ আদর্শ বিদ্যালয়ের ২০, তেলিহাটি উচ্চবিদ্যালয়ের ১২ ও শ্রীপুর কারিগরি স্কুলের সাতজন।

পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, আমরা সবাই ভালো পরীক্ষা দিয়েছি। গত ১০ জুলাই পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দেখি আমাদের সব বিষয়ে ভালো রেজাল্ট হয়েছে।

একমাত্র অ্যাপারেল ম্যানুফেকচারিং বেসিক-২ বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছি। এ বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা হয় ৬০ নম্বরের। ব্যবহারিক পরীক্ষায় নম্বর ৪০। আমরা সবাই লিখিত পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েছি। ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরের জন্য আমরা অকৃতকার্য হয়েছি। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়। আমরা টাকা না দেওয়ায় ওই বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর বোর্ডে জমা দেওয়া হয়নি।

নাম প্রকাশ না করে এক পরীক্ষার্থীর মা অভিযোগ করে বলেন, আমার মেয়ে ফেল করার কারণে ঘরে দরজা বন্ধ করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। এখন মেয়েকে নিয়ে টেনশনে আছি। পরীক্ষার্থী ও অভিভাকরা বলেন, ফল প্রকাশের পর থেকে আমরা কেন্দ্র সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো প্রতিকার পাইনি।

পেলাইদ আদর্শ কারিগরি স্কুলের সুপারিন্টেনডেন্ট মো. কামরুল হাসান জানান, পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে হতবাক। আমার স্কুলের ২০ পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পাই, তাদের ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর জমা না দেওয়া হয়নি। পরীক্ষা সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব অবহেলার কারণে এমনটি ঘটেছে।

কেন্দ্র সচিব শাহানাজ পারভীন টাকা দাবির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, পরীক্ষার্থীদের কাছে কোনো টাকা চাওয়া হয়নি। ব্যবহারিক নম্বর পাঠানো হয়েছে। সার্ভার সমস্যার কারণে হয়তো নম্বর জমা হয়নি। আমরা বোর্ডে যোগাযোগ করেছি। বিষয়টি সমাধান হতে পারে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম জানান, বিষয়টি জানার পরই বোর্ডে লোক পাঠানো হয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখছি কেন্দ্রে কারও দায়িত্বে অবহেলা আছে কি না। যদি থাকে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ব্যারিস্টার সজিব আহমেদ জানান, বিষয়টি জেনেছি। আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। উনারা ব্যবস্থা নেবেন।